

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের বোর্ডসভার কার্যবিবরণী।

তারিখ : ২৪ জুলাই, ২০০২
স্থান : সভাকক্ষ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
সভাপতি : কর্নেল মোঃ সাইদুর রহমান, বিপি
প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
ও
স্টেশন কমান্ডার, ঢাকা সেনানিবাস।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

- | | | | |
|-----|--|----|-------|
| (১) | ক্যাপ্টেন এম রহমান (ট্যাজ)(সিডি), পিএসসি, বিএন
অধিনায়ক
বিএনএস হাজী মহসিন
ঢাকা সেনানিবাস। | -- | সদস্য |
| (২) | উইং কমান্ডার শাহে আলম, পিএসসি
অধিনায়ক (প্রশাসনিক শাখা)
বিমানবাহিনী ঘাঁটি বাশার
ঢাকা সেনানিবাস। | -- | সদস্য |
| (৩) | লেঃ কর্নেল মোঃ আব্দুস সালাম
সিএমইএস (আর্মি)
ঢাকা সেনানিবাস। | -- | সদস্য |
| (৪) | লেঃ কর্নেল (অবঃ) মোঃ সামসুদ্দিন আহমেদ
৩৪৬, বারিধারা ডিওএইচএস
ঢাকা সেনানিবাস। | -- | সদস্য |

উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ আরম্ভ করা হয়। সভার শুরুতেই সভাপতি মহোদয় নবাগত সদস্য ক্যাপ্টেন এম রহমান (ট্যাজ)(সিডি), পিএসসি, বিএন, অধিনায়ক, বিএনএস হাজী মহসিন, ঢাকা সেনানিবাসকে বোর্ডের সকল সম্মানিত সদস্যের পক্ষ থেকে স্বাগত জানান। বোর্ডের কার্যক্রমে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতা কামনা করে সভাপতি মহোদয় সাদর সম্ভাষণ জ্ঞাপন করেন। প্রতি উত্তরে নবাগত সদস্য ক্যাপ্টেন এম রহমান (ট্যাজ)(সিডি), পিএসসি, বিএন বোর্ডের সদস্য হিসেবে তাঁকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করায় তাঁর পক্ষ থেকে সভার সকল সম্মানিত সদস্যবর্গকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং বোর্ডের কার্যক্রমে তাঁর পক্ষ থেকে যতটুকু সম্ভব অবদান রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। স্বাগত বক্তব্যের পর আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কার্যক্রম শুরু হয় এবং বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয় :-

প্রস্তাব নং-১ : বিগত ২৫ জুন, ২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও দৃঢ়করণ।

গৃহীত সিদ্ধান্ত : বিগত ২৫ জুন, ২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনান্তে দৃঢ়করণ করা হলো।

চলমান পাতা - ২

প্রস্তাব নং-২ : দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড -এর সহিত ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের হিসাব পরিচালনা সম্পর্কে দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড, ব্রডওয়ে বিল্ডিং নং -৯৮, প্রধান সড়ক, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট -এর ০৪ জুলাই, ২০০২ তারিখের আবেদনপত্রের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

গৃহীত সিদ্ধান্ত : আলোচ্যসূচীর উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনার প্রারম্ভে ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট সভাকে জানান যে, ট্রাস্ট ব্যাংক প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের অর্থানুকূলে প্রতিষ্ঠিত একটি বিশুদ্ধ ব্যাংক প্রতিষ্ঠান এবং সেনাবাহিনীর কল্যাণেই মূলত ইহা প্রতিষ্ঠিত। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ ব্যাংকিং নীতি শাখা-২ এর ২১ নভেম্বর, ২০০১ তারিখের অম/অবি/ব্যাংকিং নীতি শাখা-২/নীতি-১/২০০১/৪৩১ নং পত্রের আলোকে সরকারী অর্থের ১৫% অর্থ বাংলাদেশে নিবন্ধিত বেসরকারী তফসিলী ব্যাংকে জমা রাখার বিধান রয়েছে। ডিওএইচএস এর উন্নয়ন বিশেষ করে মিরপুর ডিওএইচএস উন্নয়ন খাতে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে জমাকৃত অর্থ প্রকৃত পক্ষে তা সরকারী অনুদান বা ভর্তুকী নয়। উক্ত টাকা আবাসিক প্লট বরাদ্দলাভকারী সামরিক অফিসারদের নিকট হতে উন্নয়ন চার্জ বাবদ প্রাপ্ত। ট্রাস্ট ব্যাংক সামরিক বাহিনীর অর্থে প্রতিষ্ঠিত বিধায় ডিওএইচএস উন্নয়ন তহবিলের একটি অংশ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ব্যাংকে গচ্ছিত রাখা যেতে পারে। ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসারের বক্তব্য সমর্থন করে সভাপতি মহোদয় এবং উপস্থিত অন্যান্য সম্মানিত সদস্য বক্তব্য রাখেন। আলোচনান্তে ট্রাস্ট ব্যাংকের পক্ষ থেকে আবেদনের প্রেক্ষিতে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে মিরপুর ডিওএইচএস উন্নয়ন খাতে জমাকৃত অর্থের একটি অংশ নির্দিষ্ট মেয়াদে মেয়াদী আমানত হিসেবে জমা রাখার সর্ব সম্মত নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবটি সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রেরণ করার নিমিত্তে ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার, ঢাকা ক্যান্টনমেন্টকে অনুরোধ করা হয়। উল্লেখ্য যে, ট্রাস্ট ব্যাংকের প্রস্তাবিত সুদের হার সোনালী ব্যাংকের প্রদত্ত সুদের হারের চেয়ে বেশী।

প্রস্তাব নং-৩ : রজনীগন্ধা ও মঈনুল রোড অফিসার্স কোয়ার্টার এবং ইউসুফ রোড এলাকার বাসা-বাড়ী হতে ময়লা/আবর্জনা সংগ্রহের জন্য দু'টি কভার্ড ভ্যান গাড়ী ক্রয়ের নিমিত্তে গত ১৭ জুলাই, ২০০২ ইং তারিখে দরপত্র আহবান করা হয়। উল্লেখিত তারিখে প্রাপ্ত ০৩(তিন)টি দরপত্রের মধ্যে মেসার্স ইউনুছ এন্ড ব্রাদার্স সেকশন-১০, ব্লক-বি, এভিনিউ-১, হাউজ নং-৫৫, মিরপুর, ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত ২৪,০০০/- (চব্বিশ হাজার) টাকার সর্বনিম্ন দরপত্রটি অনুমোদন করণ প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

গৃহীত সিদ্ধান্ত : রজনীগন্ধা ও মঈনুল রোড অফিসার্স কোয়ার্টার এবং ইউসুফ রোড এলাকার বাসা-বাড়ী হতে ময়লা/আবর্জনা সংগ্রহের জন্য দু'টি কভার্ড ভ্যান গাড়ী ক্রয়ের নিমিত্তে গত ১৭ জুলাই, ২০০২ ইং তারিখে দরপত্র আহবানের প্রেক্ষিতে মেসার্স ইউনুছ এন্ড ব্রাদার্স, সেকশন-১০, ব্লক-বি, এভিনিউ-১, হাউজ নং-৫৫, মিরপুর, ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত সর্বনিম্ন ২৪,০০০/- (চব্বিশ হাজার) টাকার দরের উপর বিস্তারিত আলোচনান্তে বর্ণিত দু'টি কভার্ড ভ্যান গাড়ীর দর বেশী প্রতীয়মান হওয়ায় উক্ত সংস্থা কর্তৃক উহা মোট ২০,০০০/- (বিশ হাজার) টাকায় সরবরাহ করতে সম্মত থাকা সাপেক্ষে দরটি অনুমোদন করা হলো। উক্ত সংস্থার বর্ণিত কভার্ড ভ্যান দু'টি ২০,০০০/- টাকায় সরবরাহ করতে সম্মত থাকলে সম্মতিপত্র গ্রহণপূর্বক পরবর্তী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। সম্মত না থাকলে পুনরায় দরপত্র আহ্বান করা হোক।

চলমান পাতা - ৩

সি ৩

প্রস্তাব নং-৪ : ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের জুন, ২০০২ মাসের স্বাস্থ্য প্রতিবেদন অবলোকন।

গৃহীত সিদ্ধান্ত : ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের জুন, ২০০২ মাসের স্বাস্থ্য প্রতিবেদন অবলোকন করা হলো।

প্রস্তাব নং-৫ : সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৭ জুলাই, ২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড নিয়ন্ত্রিত ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকাস্থ ৮৪ নং প্লটে অবস্থিত ব্রডওয়ে বিল্ডিং ০৫(পাঁচ) বছর মেয়াদে প্রধান কার্যালয়, সিএসডি, ঢাকা সেনানিবাসের নিকট ইজারা দেয়ার বিষয়ে খসড়া চুক্তিপত্র অনুমোদনকরণ। খসড়া চুক্তিপত্রটি সভায় উপস্থাপন করা হলো।

গৃহীত সিদ্ধান্ত : উপরোক্ত বিষয়ের উপর বিস্তারিত আলোচনান্তে সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের পরিচালক মহোদয়ের সভাপতিত্বে ১৭ জুলাই, ২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে উক্ত সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত নম্বর ২ -এর মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়, সিএসডি, ঢাকা সেনানিবাসের নিকট ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকাস্থ ৮৪ নম্বর প্লটে অবস্থিত ব্রডওয়ে বিল্ডিং ৫(পাঁচ) বছর মেয়াদে নিম্নবর্ণিতভাবে চুক্তি সম্পাদন সাপেক্ষে ইজারা দেয়ার বিষয়টি অনুমোদন করা হলো :-

ইজারা/ভাড়া চুক্তিপত্র

(১) সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে উন্নত সেবা প্রদান ও সিএসডির বাণিজ্যিক কর্মকান্ড সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৮৪ নং প্লটে অবস্থিত ব্রডওয়ে বিল্ডিংটি সিএসডি বাংলাদেশের নিকট নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে হতে ৫ বছর মেয়াদে ইজারা প্রদানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

(২) ইজারাদাতা ও ইজারাগ্রহীতা পক্ষদ্বয় হচেছ নিম্নরূপ :-

(ক) প্রথম পক্ষ (ভাড়া প্রদানকারী সংস্থা) : ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট
পক্ষে-ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

খ) দ্বিতীয় পক্ষ (ভাড়া গ্রহণকারী সংস্থা) : সিএসডি বাংলাদেশ
পক্ষে- জেনারেল ম্যানেজার, সিএসডি
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা সেনানিবাস।

(৩) প্রথম পক্ষ ইজারা প্রদানকারী ও দ্বিতীয় পক্ষ ইজারা গ্রহীতা/ভাড়া গ্রহণকারীর মধ্যে চুক্তি সম্পাদনের তারিখ হতে এ চুক্তির কার্যকারিতা শুরু হবে।

(৪) ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৮৪ নং প্লটে নির্মিত ব্রডওয়ে বিল্ডিং -এর মোট আয়তন ১৮১৫০ বর্গফুট (আঠার হাজার একশত পঞ্চাশ) বর্গফুট; প্রতি বর্গফুটের মাসিক ভাড়া হবে ৩.৫০ (তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা) টাকা যা প্রতি মাসে ৬৩,৫৭৫/- টাকা প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডকে পরিশোধযোগ্য। প্রথম পক্ষ রশিদ প্রদান করে ভাড়ার প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

- (৫) প্রথম পক্ষ ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার ও দ্বিতীয় পক্ষ জেনারেল ম্যানেজার, সিএসডি বাংলাদেশের মধ্যে যথানিয়মে সম্পাদিত ইজারা চুক্তি প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক প্রতিস্বাক্ষরিত হবে।
- (৬) এ ইজারা চুক্তিপত্রের মেয়াদ সাল হতে শুরু হবে এবং পরবর্তী ৫ বছর পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।
- (৭) ইজারা দলিলের উল্লেখিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে বিল্ডিং -এর খাস দখল বুঝিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন। খাস দখল বুঝে পাওয়ার পর সিএসডি কর্তৃক বোর্ড বরাবরে পুনঃ ইজারার জন্য আবেদন করা হলে বোর্ডসভায় আলোচনাক্রমে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
- (৮) দ্বিতীয় পক্ষ ইজারাগ্রহীতা ব্রডওয়ে বিল্ডিং -এর কোনরূপ ক্ষয়-ক্ষতি হতে পারে এরূপ কার্য হতে বিরত থাকবেন এবং উক্ত বিল্ডিং এর বর্তমান কাঠামোর কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করতে পারবেন না। তবে যেহেতু বিল্ডিংটি পুরোনো সেহেতু বোর্ডের অনুমতিক্রমে সিএসডি বাংলাদেশ, প্রধান কার্যালয় কর্তৃক নিজ ব্যয়ে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর প্রতীয়মান হলে বিল্ডিংটি সংস্কার করতে পারবেন।
- (৯) সিএসডি বাংলাদেশের নিকট প্রথম পক্ষ ইজারাদাতার পাওনা বকেয়া ৩০ জুন, ২০০২ পর্যন্ত মোট ৯,৩৬,০০০/- টাকা ৬০(ষাট)টি সমান মাসিক কিস্তিতে হাল মাসের ভাড়াসহ দ্বিতীয় পক্ষ ইজারাগ্রহীতা প্রথম পক্ষ ইজারাদাতাকে পরিশোধ করবেন।
- (১০) ইজারা মেয়াদকালে উক্ত ভবনের গ্যাস, পানি ও বিদ্যুৎ ইত্যাদি বিল ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক যথানিয়মে মাসিক ভিত্তিতে পরিশোধ করবেন এবং উক্ত পরিশোধিত সমুদয় বিলের ফটোকপি প্রত্যেক মাসে দ্বিতীয় পক্ষ প্রথম পক্ষকে সরবরাহ করবেন।
- (১১) ইজারা চুক্তিপত্রের মেয়াদকালের মধ্যে উক্ত ভবনের প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার দ্বিতীয় পক্ষ ইজারা গ্রহীতা তাদের নিজ ব্যয়ে সম্পন্ন করবেন যা মাসিক ভাড়া হতে কোন ক্রমেই কর্তনযোগ্য নয়। তবে উহাতে প্রথম পক্ষের পূর্বানুমতি থাকতে হবে।
- (১২) ৮৪ নম্বর ক্যান্টনমেন্ট আবাসিক এলাকায় অবস্থিত ব্রডওয়ে বিল্ডিং -এর জায়গায় বিধি মোতাবেক ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের অর্থাৎ প্রথম পক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে দ্বিতীয় পক্ষ নির্মাণ কাজ করতে পারবেন।
- (১৩) প্রথম পক্ষ ইজারাদার ও দ্বিতীয় পক্ষ ইজারাগ্রহীতার মধ্যে কোন বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিচালক, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তর -এর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
- (১৪) প্রথম পক্ষ ইজারাদার প্রয়োজনে ৯০ দিনের আগাম নোটিশ প্রদান সাপেক্ষে উক্ত ইজারাচুক্তি বাতিল করতে পারবে এবং একই সাথে দ্বিতীয় পক্ষ ইজারাগ্রহীতা উক্ত ভূমি ও ভবন ছাড়তে চাইলে প্রথম পক্ষকে ৯০দিন পূর্বে নোটিশের মাধ্যমে জানাতে হবে।

- (১৫) দ্বিতীয় পক্ষ চুক্তির কোন শর্ত ভংগ করলে প্রথম পক্ষ ইজারাদার যে কোন সময়ে ইজারা বাতিল ও সংশ্লিষ্ট ভবন/জমি পুনঃ দখল করতে পারবেন।
- (১৬) এ ইজারা চুক্তির ফলে ইজারা অন্তর্গত ভবন এবং ভূমিতে কোনক্রমেই দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ ইজারাগ্রহীতার কোনরূপ দখলস্বত্ব বহাল থাকবে না। দ্বিতীয় পক্ষ সর্বতোভাবে সাধারণ উচ্ছেদযোগ্য ভাড়াটিয়া বলে বিবেচিত হবেন। •
- (১৭) অত্র ইজারা চুক্তিপত্রের উপর্যুক্ত শর্তাবলীর যে কোন একটি ভংগ হলে এ চুক্তিপত্র আইনত বাতিল বলে গণ্য হবে এবং প্রথম পক্ষ ও দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যে মালিক ভাড়াটিয়া সম্পর্ক স্থল হবে।

এতদ্বারা উভয়পক্ষ স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে অত্র ইজারা চুক্তি সহি সম্পাদন করলাম। ইতি, তাং

প্রথম পক্ষ

দ্বিতীয় পক্ষ

(ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার)

(জেনারেল ম্যানেজার)

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

সিএসডি বাংলাদেশ, প্রধান কার্যালয়

ঢাকা সেনানিবাস।

সাক্ষী

সাক্ষী

১।

১।

২।

২।

৩।

৩।

প্রতিস্বাক্ষরিত

প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

ও

স্টেশন কমান্ডার

স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস।

চলমান পাতা - ৬

সি ই ৩

প্রস্তাব নং-৬ : ০১ জুলাই, ২০০২ হতে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকাস্থ ৮৪ নম্বর প্লটে অবস্থিত ব্রডওয়ে বিল্ডিংটির ১৮১৫০ বর্গফুট -এর মাসিক ভাড়া প্রতি বর্গফুট ৩.৫০ টাকা হারে মাসিক ৬৩,৫২৫/- (তেষাট্টি হাজার পাঁচশত পঁচিশ) টাকা অনুমোদনকরণ।

গৃহীত সিদ্ধান্ত : ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকাস্থ ৮৪ নং প্লটে অবস্থিত ব্রডওয়ে বিল্ডিংটির ১৮১৫০ বর্গফুট -এর মাসিক ভাড়া প্রতি বর্গফুট ৩.৫০ টাকা হারে মাসিক ৬৩,৫২৫/- (তেষাট্টি হাজার পাঁচশত পঁচিশ) টাকা প্রধান কার্যালয়, সিএসডি হতে আদায়ের ব্যাপারে সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন করা হলো। উল্লেখ্য উক্ত ভাড়া সিএসডির সাথে ইজারা চুক্তি সম্পাদনের তারিখ হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে।

প্রস্তাব নং- ৭ : ঢাকা সেনানিবাসস্থ ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ৮৪ নং প্লটে অবস্থিত ব্রডওয়ে বিল্ডিং -এর বর্তমান দোকান বরাদ্দলাভকারীগণ কর্তৃক ০১ জুলাই, ২০০২ হতে তাদের দোকান ভাড়া সিএসডি কর্তৃপক্ষকে দেয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

গৃহীত সিদ্ধান্ত : বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা হলো। আলোচনান্তে ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকাস্থ ৮৪ নং প্লটে অবস্থিত বর্তমান ব্রডওয়ে বিল্ডিং -এর প্রধান কার্যালয়, সিএসডি, ঢাকা সেনানিবাসের সাথে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের ইজারা চুক্তি সম্পাদনের তারিখ হতে উক্ত ব্রডওয়ে বিল্ডিং-এ ব্যবসারত দোকানসমূহের প্রশাসনিক দায়িত্ব সিএসডি কর্তৃপক্ষের নিকট ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

প্রস্তাব নং- ৮ : ঢাকা সেনানিবাস এলাকায় দি ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড কর্তৃক স্থাপিত ৫০(পঞ্চাশ)টি বিল সাইনবোর্ড -এর অনুমতি প্রদানের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সংস্থার ০৩ জুলাই, ২০০২ তারিখের আবেদনপত্র উপস্থাপন করা হলো।

গৃহীত সিদ্ধান্ত : বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাসের অনাপত্তি ছাড়পত্র গ্রহণের নিমিত্তে পত্র লিখার জন্য সিইও, ঢাকাকে অনুরোধ করা হলো।

প্রস্তাব নং- ৯ : মেসার্স এমএস নেট কর্তৃক বনানী, মহাখালী এবং বারিধারা ডিওএইচএস এলাকায় ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড ব্যবসার অনুমতি প্রদানের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এ ব্যাপারে ডিজিএফআই -এর ছাড়পত্র এবং আবেদনপত্র উপস্থাপন করা হলো।

গৃহীত সিদ্ধান্ত : উপরোক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে ইতোপূর্বে প্রণীত নীতিমালার আলোকে ডিওএইচএস এলাকায় ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড ব্যবসার অনুমোদন করা হলো।

প্রস্তাব নং- ১০ : ৫০০ (পাঁচশত)টি রিকশা প্লেট তৈরীকরণ বাবদ মেসার্স সাইদ এন্টারপ্রাইজ, ৩৭/১, বানিয়া নগর, সূত্রাপুর, ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত সর্বনিম্ন দর ১৭,৫০০/- (সতের হাজার পাঁচশত) টাকা ঘটনোত্তর অনুমোদনকরণ। এ প্রসঙ্গে ৩০ জুন, ২০০২ তারিখের মিনিটশীট উপস্থাপন করা হলো।

গৃহীত সিদ্ধান্ত : বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনান্তে উহা ঘটনোত্তর অনুমোদন করা হলো।

প্রস্তাব নং- ১১ : কচুক্ষেত এলাকার বকেয়া গৃহকরের উপর ৫% অতিরিক্ত চার্জ শুধুমাত্র জুলাই, ২০০২ মাসের জন্য মওকুফ করে বকেয়া গৃহকর আদায়ের ব্যাপারে ঘটনোত্তর অনুমোদনকরণ। এ ব্যাপারে ৩০/৬/২০০২ তারিখের মিনিটশীট উপস্থাপন করা হলো।

গৃহীত সিদ্ধান্ত : উপরোক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনান্তে কচুক্ষেত এলাকাস্থ বকেয়া গৃহকর প্রদানে যাতে ট্যাক্স প্রদানকারীগণ উৎসাহিত বোধ করেন সেজন্য গৃহকরের উপর আরোপিত ৫% অতিরিক্ত চার্জ শুধুমাত্র জুলাই, ২০০২ মাসের জন্য মওকুফ করার ঘটনোত্তর অনুমোদন করা হলো।

প্রস্তাব নং- ১২ : ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার ২৬ নং বাড়ী উত্তরাধিকারীদের নামে নামজারীকরণের ব্যাপারে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এ ব্যাপারে অত্র দপ্তরের আইন উপদেষ্টার মতামত উপস্থাপন করা হলো।

গৃহীত সিদ্ধান্ত : উপরোক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। বিস্তারিত আলোচনান্তে বাড়ীর প্রকৃত মালিকের মৃত্যুজনিত কারণে উক্ত বাড়ী/প্ল্যাট কি কারণে তার উত্তরাধিকারীগণের নামে নামজারী করতে হলে বোর্ডের অনুমোদন আবশ্যিক। এ ব্যাপারে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আইন উপদেষ্টার মতামত গ্রহণ করে পরবর্তী বোর্ডসভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

প্রস্তাব নং- ১৩ : অত্র দপ্তর কর্তৃক প্রায়শঃ নাগরিকত্ব সনদপত্র প্রদান করতে হয়। তৎপ্রেক্ষিতে নাগরিকত্ব সনদপত্র ফি ২৫/- টাকা ধার্যকরার ব্যাপারে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

গৃহীত সিদ্ধান্ত : বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। ভবিষ্যতে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হতে ছাপানো ফরমের মাধ্যমে নাগরিকত্ব সনদপত্র প্রদানের জন্য সিইও, ঢাকাকে অনুরোধ করা হলো। এক্ষেত্রে প্রত্যেকটি নাগরিকত্ব সনদপত্রের জন্য ২৫/- (পঁচিশ) টাকা হারে ফি আদায়ের জন্য সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

প্রস্তাব নং- ১৪ : এতদসঙ্গে সংযোজিত 'ক' তালিকা অনুযায়ী রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ যে সমস্ত দোকানের ১০(দশ) বছর মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে ঐগুলি পরবর্তী ১০(দশ) বছরের জন্য নবায়নের ব্যাপারে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

গৃহীত সিদ্ধান্ত : বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। আলোচনান্তে জানা যায় যে, রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটস্থ ৬৮৯টি দোকান সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের ২৬ মে, ১৯৯৯ তারিখের ৭/এমএলএলসি/ঢাকা/ ১৩০-এ-৪/৬৩ নং পত্রের মাধ্যমে দ্বিতীয় দফায় পরবর্তী ১০(দশ) বছর মেয়াদের জন্য অনুমোদন করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ৬৮৯টি দোকানের দ্বিতীয় দফায় পরবর্তী ১০(দশ) বছর মেয়াদের জন্য মেয়াদ উত্তীর্ণের পর কতটি দোকানের পুনঃবরাদ্দ ফি আদায় করা হয়েছে এবং কতটি দোকানের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে/হয়নি যার পুনঃবরাদ্দ ফি আদায় করা হয়নি এতদসংক্রান্ত ব্যাপারে মোট ৬৮৯টি দোকানের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ তালিকা আগামী বোর্ডসভায় উপস্থাপন করার জন্য সিইও, ঢাকাকে অনুরোধ করা হলো।

প্রস্তাব নং- ১৫ : ক্যান্টনমেন্ট এ্যাক্ট ১৯২৪ -এর ৪৩-এ ধারা মোতাবেক নিম্নবর্ণিতভাবে একটি বাজার কমিটি গঠনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ :-

(ক)	সিএমইএস (আর্মি) সদস্য, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।	---	সভাপতি।
(খ)	এসএইচও ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।	--	সদস্য।
(গ)	ক্যান্টনমেন্ট ইঞ্জিনিয়ার ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।	--	সদস্য।

গৃহীত সিদ্ধান্ত : ক্যান্টনমেন্ট এ্যাক্ট ১৯২৪ -এর ৪৩-এ ধারা মোতাবেক পদাধিকারবলে উপর্যুক্ত বাজার কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হলো। উপর্যুক্ত কমিটি প্রয়োজন মনে করলে বাজারের ব্যবসায়ীদের অথবা সংশ্লিষ্টদেরকে নিয়ে এক বা একাধিক সহযোগী কমিটি গঠন এবং মূল কমিটিকে সহায়তা করার জন্য সহযোগী সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবেন। সহযোগী কমিটি কত সদস্যবিশিষ্ট হবে এবং তাদের কার্য পরিধি মূল কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত হবে। এতদ্বিষয়ে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সভাপতিত্বে ০৩ জুলাই, ২০০২ তারিখে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত/সুপারিশসমূহ বিস্তারিত আলোচনান্তে অনুমোদন করা হলো।

প্রস্তাব নং- ১৬ : শহীদ সাতার মার্কেটের বাৎসরিক ভিত্তিতে অস্থায়ীভাবে বরাদ্দকৃত ১, ৩, ৪, ৫, ৬-৭ এবং ৮-৯ নং দোকানসমূহের পরবর্তী ইজারা মেয়াদ ০১ জুলাই, ২০০২ হতে ৩০ জুন, ২০০৩ পর্যন্ত বর্ধিতকরণের ব্যাপারে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এ ব্যাপারে দোকান মালিকদের আবেদন উপস্থাপন করা হলো।

গৃহীত সিদ্ধান্ত : উপরোক্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো। আলোচনান্তে উপরোক্ত দোকানসমূহ পরবর্তী ইজারার মেয়াদ ০১ জুলাই, ২০০২ হতে ৩০ জুন, ২০০৩ পর্যন্ত ০১(এক) বছরের জন্য অনুমোদন করা হলো। ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রয়োজনে ১৫(পনের)দিনের নোটিশে দোকান ছেড়ে দিতে হবে। এছাড়া আলোচনায় জানা যায় যে, উক্ত এলাকায় যে সমস্ত ঔষধের দোকান রয়েছে তারা অতিরিক্ত হারে ঔষধের মূল্য গ্রহণ করে থাকে। এমনকি উক্ত ঔষধের দোকানগুলিতে ভেজাল ঔষধ বাজারের প্রকৃত মূল্য হতে কম মূল্যে বিক্রি করে থাকে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। সংশ্লিষ্ট ঔষধের দোকানসমূহে অনুরূপ কোন কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি ঘটলে তাদের দোকান বরাদ্দ বাতিল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। এছাড়া সংশ্লিষ্ট ঔষধের দোকান বরাদ্দলাভকারীগণ প্রত্যেক মাসে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে এ মর্মে অংশীকারনামা পেশ করবে যে, তাদের দোকানে ভেজাল ঔষধ ও অতিরিক্ত হারে ঔষধের মূল্য আদায় করা হয়নি।

প্রস্তাব নং- ১৭ : মহাখালী ডিওএইচএস এলাকার সি/১০১ নং বাড়ীর সীমানা দেয়াল সংলগ্ন ১০(দশ)টি বিভিন্ন ধরনের গাছ বিক্রির জন্য ১৮ জুন, ২০০২ তারিখে পুনঃনিলাম ডাক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত নিলাম ডাকে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মেজর সুহেল ইসহাক (অবঃ), ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কাওরান বাজার, ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত ২২,০০০/- (বাইশ হাজার) টাকার ডাক সর্বোচ্চ হয়। উক্ত নিলাম ডাক সভাপতি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক মিনিটশীটের মাধ্যমে ০৬ জুলাই, ২০০২ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। সর্বোচ্চ ডাক ঘটনোত্তর অনুমোদনের জন্য সভায় নথিসহ পেশ করা হলো।

গৃহীত সিদ্ধান্ত : ১০(দশ)টি বিভিন্ন প্রকার গাছের সর্বোচ্চ নিলাম ডাক ২২,০০০/- (বাইশ হাজার) টাকা সভাপতি, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক ০৬ জুলাই, ২০০২ তারিখে মিনিট শীটে অনুমোদন করায় তা বিস্তারিত আলোচনান্তে ঘটনোত্তর অনুমোদন করা হলো। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হোক।

প্রস্তাব নং - ১৮ : নৌবাহিনী এলাকায় কঞ্জারভেন্সী কাজে নিয়োজিত ৪৫২০ নং কঞ্জারভেন্সী ট্রাকটি অচল থাকায় গাড়ীটির ইঞ্জিন ওভারহোলিং ও মেরামত করার জন্য দরপত্র আহবান করা হলে বিগত ২৪ জুন, ২০০২ তারিখে মোট ০৩(তিন)টি দরপত্র পাওয়া যায় দরপত্রসমূহের মধ্যে মেসার্স শরীফ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস, ৯ নং বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা ৪২,১৭৫/- (বিয়াল্লিশ হাজার একশত পঁচাত্তর) টাকা সর্বনিম্ন দর প্রদান করেন। যা মিনিটশীটে সভাপতি, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন করা হয়েছে। ইহার ঘটনোত্তর অনুমোদন করার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এ ব্যাপারে বিগত ১৮ জুলাই, ২০০২ তারিখের অনুমোদিত মিনিটশীট উপস্থাপন করা হলো।

গৃহীত সিদ্ধান্ত : নৌবাহিনী এলাকায় কঞ্জারভেন্সী কাজে নিয়োজিত ৪৫২০ নং কঞ্জারভেন্সী ট্রাকটি অচল থাকায় গাড়ীটির ইঞ্জিন ওভারহোলিং ও মেরামত করার জন্য দরপত্র আহবানের প্রেক্ষিতে সর্বনিম্ন দরদাতা মেসার্স শরীফ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস ৯ নং বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত দর ৪২,১৭৫/- (বিয়াল্লিশ হাজার একশত পঁচাত্তর) টাকা ১৮ জুলাই, ২০০২ তারিখে সভাপতি, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মহোদয় মিনিটশীটের মাধ্যমে অনুমোদন করেন। প্রদত্ত সর্বনিম্ন দরপত্রটি সভায় আলোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে ঘটনোত্তর অনুমোদন করা হলো। পরবর্তী কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসারকে অনুরোধ করা হয়।

প্রস্তাব নং-১৯ : শহীদ সরণিষ্ হাজী মহসিন গেইটের পশ্চিমপার্শ্বে ডেসা কর্তৃক কর্তনকৃত ফুটপাথ ঢালাইকরণের নিমিত্তে ৪৬,০৬২/- (ছেচল্লিশ হাজার বাষট্টি) টাকার মূল্যানুমান অনুমোদনকরণ।

গৃহীত সিদ্ধান্ত : বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে হাজী মহসিন গেইটের পশ্চিমপার্শ্বে ডেসা কর্তৃক কর্তনকৃত ফুটপাথ ঢালাইকরণের নিমিত্তে ৪৬,০৬২/- (ছেচল্লিশ হাজার বাষট্টি) টাকার মূল্যানুমান অনুমোদন করা হলো। মূল্যানুমানটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হোক।

স্মারক নং-২০ : স্বাধীনতা সরণিষ্টি অফিসার্স কোয়ার্টার -এর পার্শ্বে ছেলে-মেয়েদের খেলাধুলার জন্য একটি ডাবল দোলনা তৈরী ও স্থাপনকরণের নিমিত্তে ২৫,৯৬৯/- (পঁচিশ হাজার নয়শত ঊনসত্তর) টাকার মূল্যানুমান অনুমোদনকরণ।

সিদ্ধান্ত : বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে স্বাধীনতা সরণিষ্টি সংশ্লিষ্ট অফিসার্স কোয়ার্টারের ছেলে-মেয়েদের খেলাধুলার জন্য একটি ডাবল দোলনা তৈরী ও স্থাপনের জন্য ২৫,৯৬৯/- (পঁচিশ হাজার নয়শত ঊনসত্তর) টাকার মূল্যানুমান অনুমোদন করা হলো। এতদ্ব্যতীত বিএএফ এর শাহীন কোয়ার্টার এবং ইউসুফ রোডের স্টাফ কোয়ার্টারের ছেলে-মেয়েদের খেলাধুলার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক সামগ্রী ('সি'-'স', দোলনা ইত্যাদি) তৈরী ও স্থাপনের মূল্যানুমান প্রস্তুত করে আগামী বোর্ডসভায় উপস্থাপন করা হোক।

স্মারক নং-২১ : সেনানিবাস এলাকায় ৮(আট) তলা ভবন নির্মাণের ব্যাপারে ঢাকা সেনানিবাস ইমারত নির্মাণ উপ-আইন ১৯৯৪ ও ১৯৯৯ সংশোধনের বিষয়ে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের ০৪ জুলাই, ২০০২ তারিখের সিএএবি/১৫০১/২১-৭/ এটিএস/২০০১/অংশ/৪৯৩ নং পত্রটি অবহিত হওয়াসহ উক্ত বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। পত্রটি সভায় উপস্থাপন করা হলো।

সিদ্ধান্ত : বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট পত্রটি অবহিত হওয়া গেল। এতদ্ব্যপারে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডকে লিখা রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ১৭ আগস্ট, ১৯৯৭ সনের রাজউক/নঃপঃ/২১-১০(অংশ-৪)/৯০২ নং স্মারকে নগর পরিকল্পনাবিদ (পরিচালক), রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, রাজউকের আবাসিক এলাকাসমূহে (বারিধারা, গুলশান, বনানী, উওরা, জোয়ারসাহারা) আবাসিক ইমারতসমূহের নকশা সর্বোচ্চ ৬(ছয়)তলা পর্যন্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়। তবে রাজউক -এর ইমারত নির্মাণ বিধিমালা-১৯৯৬ অনুযায়ী বহুতল বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ইমারতের নকশা অনুমোদন করা হয় এবং বহুতল বিশিষ্ট ইমারতের উচ্চতা নির্ধারণে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আরোপিত বিধিমালা অনুসরণ করা হয়ে থাকে। বিস্তারিত আলোচনায় আরো জানা যায় যে, ডিওএইচএস এলাকার রাস্তাগুলো অধিকাংশই ৩০'-০" চওড়া। এ সড় রাস্তায় ৬(ছয়)তলার অধিক উচ্চতার ভবন নির্মাণ করা হলে স্বাভাবিকভাবেই যানবাহনের সম্ভাবনা থেকে যায়। উপরন্তু পানি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থার উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হবে। অতএব ৮(আট)তলা ভবনের নির্মাণ বোর্ডের বিল্ডিং বাই'ল জে অন্তর্ভুক্তকরণের পূর্বে ৮(আট)তলা পর্যন্ত অনুমোদন দেয়া হলে ইউটিলিটি (পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও টেলিফোন) সার্ভিস প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে যে বর্ধিত পরিমাণ সার্ভিস দিতে হবে তার উল্লেখ করে কতদিনের মধ্যে এই বর্ধিত সার্ভিস প্রদান করা সম্ভব সে সম্পর্কে একটি মতামত গ্রহণ করা যেতে পারে। সবদিক বিবেচনায় বাস্তবে আবাসিক পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে ডিওএইচএস এলাকায় এখনই ছয়তলার অধিক উচ্চতার ইমারত নির্মাণ যুক্তিযুক্ত হবে না বলে বোর্ড মনে করে। তবে মিরপুর ডিওএইচএস -এর ক্ষেত্রে ৮(আট) তলা পর্যন্ত বিল্ডিং নির্মাণের জন্য বাই'ল'-তে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনা যেতে পারে। বিষয়টি সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্প কমিটির আগামী সভায় উপস্থাপন করার জন্য পরিচালক, সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ প্রস্তাব প্রেরণ করা হোক।

প্রস্তাব নং-২২-বিবিধ-(১) :

ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতালে হারুন ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ এর পক্ষ থেকে ডাইরেक्टर মিসেস শামীম হারুন কর্তৃক দান হিসেবে প্রদত্ত ০৬(ছয়)টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্র গ্রহণ এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে ০৭(সাত)টিসহ মোট ১৩(তের)টি ১.৫ টন ক্ষমতা সম্পন্ন শীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্র স্থাপনের বিষয়ে ১৬ জুলাই, ২০০২ তারিখে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক মিনিটশীটের মাধ্যমে অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। ঘটনোত্তর অনুমোদনের জন্য মিনিটশীটসহ সংশ্লিষ্ট নথিটি উপস্থাপন করা হলো। এছাড়াও হাসপাতালে ভাড়া স্থাপিত ১৩(তের)টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্রের ভাড়ার মেয়াদ ৩০ জুন, ২০০২ তারিখে শেষ হওয়ার প্রেক্ষিতে জুলাই, ২০০২ মাসের ভাড়া পরিশোধ প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

গৃহীত সিদ্ধান্ত : প্রস্তাবনার উপর আলোচনার শুরুতেই ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতালের জন্য হারুন ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ এর পক্ষ থেকে ডাইরেक्टर মিসেস শামীম হারুন কর্তৃক ০৬(ছয়)টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্র দান এবং উক্ত সংস্থা হতে সহজ কিস্তিতে আরো ০৭(সাত)টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্র সরবরাহ করার সর্বসম্মতিক্রমে ধন্যবাদ প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভার পক্ষ থেকে ডাইরেक्टर মিসেস শামীম হারুনকে উল্লেখিত দানের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশসহ ধন্যবাদ জানিয়ে পত্র লেখার জন্য সভাপতি মহোদয় ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার, ঢাকাকে অনুরোধ করেন। ২৫ জুন, ২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভায় প্রস্তাব নং-১৭-বিবিধ(৮) এ ভাড়া শীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্র স্থাপনের বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্তের পরিশ্রেক্ষিতে হারুন ইঞ্জিনিয়ারিং লিঃ এর পক্ষ থেকে ডাইরেक्टर মিসেস শামীম হারুন কর্তৃক দান হিসেবে প্রদত্ত ০৬(ছয়) টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্র গ্রহণ এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান হতে সহজ কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে ০৭(সাত)টিসহ মোট ১৩(তের)টি ১.৫ টন ক্ষমতা সম্পন্ন শীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্র স্থাপনের বিষয়ে ১৬ জুলাই, ২০০২ তারিখে প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত মিনিটশীট সর্বসম্মতিক্রমে ঘটনোত্তর অনুমোদন করা হলো। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হোক। এ ছাড়াও হাসপাতালে ভাড়া স্থাপিত ১৩(তের)টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্রের ভাড়ার মেয়াদ ৩০ জুন, ২০০২ তারিখে শেষ হওয়ার প্রেক্ষিতে শুধু জুলাই, ২০০২ মাসের ভাড়া পরিশোধের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

প্রস্তাব নং-২২-বিবিধ(২) :

ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতালের জন্য জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রসঙ্গে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এ প্রসঙ্গে হাসপাতাল হতে প্রাপ্ত ২২-৭-২০০২ তারিখের চাহিদাপত্র ও মূল্যানুমানসহ স্পেসিফিকেশন সভায় পেশ করা হলো।

চলমান পাতা - ১২

গৃহীত সিদ্ধান্ত : ক্যান্টনমেন্ট জেনারেল হাসপাতাল হতে প্রাপ্ত ২২ জুলাই, ২০০২ তারিখের চাহিদাপত্র ও মূল্যানুমানসহ প্রেরিতে স্পেসিফিকেশনের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে জরুরী ভিত্তিতে যন্ত্রপাতিগুলি ক্রয় ও হাসপাতালে স্থাপনের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাবটি প্রেরণ করা হোক।

প্রস্তাব নং-২২-বিবিধ(৩) :

৩১ অক্টোবর, ২০০১ তারিখে সেনাসদরে অনুষ্ঠিত সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্প কমিটির ৩২ তম সভার আলোচ্যসূচী-৬(বেসমেন্ট ফ্লোর নির্মাণ প্রসংগে) -এর ব্যাপারে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ (নথিটি উপস্থাপন করা হলো)।

গৃহীত সিদ্ধান্ত : ৩১ অক্টোবর, ২০০১ তারিখে সেনাসদরে অনুষ্ঠিত সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্প কমিটির সভার আলোচ্যসূচী-৬ এর সিদ্ধান্ত অবহিত হওয়া গেল। ২৩ জুলাই, ১৯৯৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পে বেজমেন্ট গ্যারেজ নির্মাণের প্রস্তাবটি অনুমোদিত হয়নি বলে জানা যায়। এব্যাপারে সেনাসদর, ই-ইন-সি'র শাখা মতামত দিয়েছে যে, বেজমেন্ট গ্যারেজ নির্মাণ করলে তার প্রভাব চারপার্শ্বের প্লটের উপর পড়ে এবং চার পার্শ্বস্থ বিদ্যমান ইমারতের ভিত্তির অবকাঠামোর (Structure) ক্ষতির সম্ভাবনা থেকে যায়। ই-ইন-সি'র মতামতের উপর সবাই একমত পোষণ করেন। তবে নতুন প্রকল্পের জন্য অর্থাৎ ডিওএইচএস মিরপুরের জন্য বিষয়টি বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত ৩২তম সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্প কমিটির সভায় গৃহীত হয়েছে। সেক্ষেত্রে আলোচনায় আরো জানা যায় যে, মিরপুর ডিওএইচএস এর আবাসিক প্লটের পরিমাণ মাত্র ৪(চার) কাঠা হওয়াতে বেজমেন্ট গ্যারেজ নির্মাণ করা যুক্তিযুক্ত হবে কীনা সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পাওয়ার জন্য বিষয়টি সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্প কমিটির আগামী সভায় উপস্থাপনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হোক।

প্রস্তাব নং-২২-বিবিধ(৪) :

গত ১১ জুলাই, ২০০২ তারিখে মহাখালী ফ্লাইওভার নির্মাণজনিত কারণে সেনানিবাসের বিকল্প সড়ক ব্যবহার বিষয়ে কমান্ডার লজিস্টিক এরিয়ার সভাপতিত্বে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীর অনুচ্ছেদ '২(৩)' -এর সিদ্ধান্তের আলোকে পিসিবি কর্তৃক অনুমোদিত প্রথম পর্যায়ে ১৮,৪৭,৬৩৯/- (আঠার লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছয়শত উনচল্লিশ) টাকার মূল্যানুমান ঘটনোত্তর অনুমোদনকরণ।

গৃহীত সিদ্ধান্ত : ঘটনোত্তর অনুমোদন করা হলো।

প্রস্তাব নং-২২-বিবিধ(৫) :

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার হিসেবে তালিকাভুক্তির জন্য মেসার্স দি কারিগর, ২৩৯ নং ভাষানটেক, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা-১২০৬ -এর ০৪ মার্চ, ২০০২ তারিখের আবেদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত (আবেদনপত্রটি সভায় উপস্থাপন করা হলো)।

চলমান পাতা - ১৩

গৃহীত সিদ্ধান্ত : বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে মেসার্স দি কারিগর, ২৩৯ নং ভাষণটেক, ঢাকা ক্যান্টনমেন্টকে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রথম শ্রেণীর ঠিকাদার হিসেবে তালিকাভুক্তকরণ প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের ছাড়পত্র প্রাপ্তি এবং যথারীতি অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করা সাপেক্ষে অনুমোদন করা হলো।

প্রস্তাব নং-২২-বিবিধ(৬) :

মেসার্স কে এ ট্রেডার্স, ২৭৩, ইব্রাহীমপুর, ঢাকা-১২০৬ -এর তালিকাভুক্তি নিয়মিতকরণের বিষয়ে গত ০২ ডিসেম্বর, ২০০১ তারিখের আবেদনের উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত (আবেদনপত্রটি সভায় উপস্থাপন করা হলো)।

গৃহীত সিদ্ধান্ত : প্রস্তাবটি আপাততঃ বিবেচনা করা গেল না। তবে সিএমইএস(আর্মি) হতে এমইএস এর ঠিকাদার তালিকাভুক্তির নীতিমালা সংগ্রহপূর্বক উহার আলোকে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডে ঠিকাদার তালিকাভুক্তির খসড়া নীতিমালা আগামী বোর্ডসভায় উপস্থাপন করা হোক।

প্রস্তাব নং-২২-বিবিধ(৭) :

ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকাস্থ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড নিয়ন্ত্রিত বাসা নং- ১০৩ (নীচতলা) মেরামত ও রংকরণ বাবদ ৪৫,৩২৫/- (পঁয়তাল্লিশ হাজার তিনশত পঁচিশ) টাকার মূল্যানুমান অনুমোদনকরণ।

গৃহীত সিদ্ধান্ত : ৪৫,৩২৫/- (পঁয়তাল্লিশ হাজার তিনশত পঁচিশ) টাকার মূল্যানুমান অনুমোদন করা হলো। উক্ত কাজের যাবতীয় ব্যয় পরিত্যক্ত সম্পত্তির সংশ্লিষ্ট ফান্ড হতে সংকুলান করা যেতে পারে। মূল্যানুমানটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হোক।

প্রস্তাব নং-২২-বিবিধ(৮) :

বনানী ডিওএইচএস এলাকার ৬/সি নং রোডের উত্তরপার্শ্বে রাস্তা মেরামত ও কার্পেটিংকরণের জন্য ৪১,৩৬২/- (একচল্লিশ হাজার তিনশত বাষট্টি) টাকার মূল্যানুমান অনুমোদনকরণ।

গৃহীত সিদ্ধান্ত : ৪১,৩৬২/- (একচল্লিশ হাজার তিনশত বাষট্টি) টাকার মূল্যানুমান অনুমোদন করা হলো। চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ করা হোক।

প্রস্তাব নং-২২-বিবিধ(৯) :

২০০২-২০০৩ আর্থিক সালের নৌ-বাহিনীর সহিত চুক্তিপত্রের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এ বিষয়ে নৌ-বাহিনীর বা নৌ জা হাজী মহসীনের সেক-১১৬/৩৯৫২ নং পত্র উপস্থাপন করা হলো।

গৃহীত সিদ্ধান্ত : ২০০২-২০০৩ আর্থিক সালে স্থানীয় নৌবাহিনীর সহিত কঞ্জারভেসী চুক্তিপত্র প্রণয়নের জন্য নৌবাহিনী হাজী মহসিনের ২৫ জুন, ২০০২ তারিখের সেক-১১৬/৩৯৫২ নং পত্রটি বোর্ডসভায় উপস্থাপন করা হয়। এর উপর বোর্ডসভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিগত ২০০১-২০০২ আর্থিক সালের চুক্তির অর্থের পরিমাণ ছিল ৫,৪৭,৭৯৩.৯২ (পাঁচ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার সাত শত তিরানব্বই টাকা বিরানব্বই পয়সা) টাকা। চলতি ২০০২-২০০৩ আর্থিক সালে প্রস্তাবিত চুক্তির অর্থের পরিমাণ ৭,২৮,৭১৮.৬১ (সাত লক্ষ আঠাশ হাজার সাত শত আঠার টাকা একষষ্টি পয়সা) টাকা। গত আর্থিক সালের তুলনায় এ বছর অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার সভায় সবিস্তারে যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা প্রদান করার পর উপস্থিত সম্মানিত সদস্য অধিনায়ক, বিএনএস হাজী মহসিন, ঢাকা সেনানিবাস পরবর্তীতে তাঁর অফিসে এ নিয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত দিবেন বলে বোর্ডকে অবহিত করেন।

প্রস্তাব নং-২২-বিবিধ(১০) :

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নোক্ত কাজের সর্বনিম্ন দর অনুমোদনকরণ :-

কাজের বিবরণ	মূল্যানুমান এমইএস সিডিউল অব রেইটস, ১৯৯৫ অনুযায়ী	সর্বনিম্ন দর প্রদানকারী ফার্মের নাম	সর্বনিম্ন উদ্ধৃত দর	সিএমইএস (আর্মি) কর্তৃক ভেটিংকৃত দর
দানানী ডিওএইচএস এলাকার ৯৬/বি নং প্লটে মাটি ভরাট ও দ্বারসিসি পাইপ ড্রেন নির্মাণ কাজ।	৪,৭১,০০২/- টাকা	মেসার্স শরীফ এন্ড সন্স	৩৫.৫০% উর্ধ্ব	৩০(ত্রিশ)% উর্ধ্ব

গৃহীত সিদ্ধান্ত : ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের উপরোক্ত কাজের সর্বনিম্ন দরের উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। বোর্ডের কারিগরী সদস্য সিএমইএস (আর্মি) সভাকে অবহিত করেন যে, বর্তমানে এমইএস এর অনুরূপ কাজের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সর্বনিম্ন দর নির্ধারণ (ভেটিং) করা হয়েছে। সিএমইএস (আর্মি) কর্তৃক ভেটিংকৃত নিম্নবর্ণিত দর সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হলো। উক্ত অনুমোদিত দরে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার কাজ করতে সম্মত থাকলে তার নিকট হতে সম্মতিপত্র গ্রহণ পূর্বক সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরের ব্যয়ের অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে কার্যাদেশ প্রদান করা হোক :-

৩০ (ত্রিশ)% উর্ধ্ব দর অনুমোদিত।

অন্য কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(খোরশেদ আলম চৌধুরী)
ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার
ও
সেক্রেটারী
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।

(কর্ণেল মোঃ সাইদুর রহমান, বিপি)
প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
ও
স্টেশন কমান্ডার, ঢাকা সেনানিবাস।

সি ৩ ৩